MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
অনলাইন বুলেটি-৩
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র । জুন ২০২০

# শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় কমরেড জাহেদুল হক মিলু'কে স্মরণ

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রয়াত সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৩ জুন সকাল ১১টায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে বাসদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ঢাকা নগর কমিটির সদস্যসচিব জুলফিকার আলী, বাসদ কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাঈনউদ্দিন চৌধুরী, শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সহসম্পাদক ইমাম হোসেন খোকন, সাংগঠনিক

সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, সদস্য রুবেল মিয়া, দিদার; ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি আল কাদেরী জয়, সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, নগর কমিটির সভাপতি মুক্তা বারৈ, সাধারণ সম্পাদক অনিক কুমার দাস, তানজিম শাকিব, মাহমুদ

একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত অনলাইনে স্মরণসভা বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল ও ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি আল-কাদেরী জয়।

কমরেড খালেকুজ্জামন কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় স্মরণ করে বলেন, জাহেদুল হক মিলু দলের শিক্ষাকে পাথেয় করে আমৃত্যু লড়াই সংগ্রাম করেছেন। জাসদের অভ্যন্তরে যখন একটা মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিণত পর্যায়ে উপণীত হয়, সে সময় মিলু আমাদের সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৮০ সালে দল যখন গড়ে উঠে তখন থেকে দলের নেতৃত্বে পরিচালিত সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে গভীর নিষ্ঠা এবং উৎসর্গকৃত মনোভাব নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিচল ছিলেন। আমি দলের ৪০ বছরের জীবনে কখনও দলের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে এবং আদর্শ পরিপন্থী, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে মিলুকে দেখিনি। ফলে, তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং দলের শিক্ষাকে ধারণ করে কমরেডরা সে ক্ষতিপূরণ করে শোককে শক্তিতে পরিণত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আগামী দিনেও এই সংগ্রামকে তারা পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন।

এখন দেশে এবং বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি দুর্যোগ চলছে। আমরা জানি প্রকৃতির মধ্যে একটা থাকে জীবনদানকারী শক্তি, আরেকটা থাকে জীবনবিনাশী শক্তি। একটা আর্থসামাজি ব্যবস্থা যতটা সংগতীপূর্ণ হয়, সাম্যভিত্তিক পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ হয় সংহতি যত বাড়তে থাকে ততই প্রকৃতির বিনাশী শক্তিকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা মানুষ অর্জন করে। এবং জীবনদানকারী শক্তিকে অনেক বেশি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আমাদের দেশসহ দুনিয়ায় এতদিন পরিচালিত হয়ে এই একটা বার্তা দিয়েছে যে, ওই ব্যবস্থাগুলো কতোটা ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছে। তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগুলো যে কত বেশি গণবিরোধী এবং শোষক লুটেরাদের অনুকূলে। শ্রমজীবী মানুষকে এরা যে কত অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলেছে, তাদের দুর্বল করেছে। শ্রম দিয়ে যারা সম্পদ সৃষ্টি করে সে শ্রমজীবী মানুষের জীবন যত ঝুঁকিমুক্ত হবে, তারা যত শিক্ষিত ও দক্ষ হবে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তত নিশ্চিত হবে। লুটেরাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি দিয়ে উন্নয়ন বুঝায় না। এরা তাদের প্রচার যন্ত্রের জোরে এবং বুদ্ধির কূটকৌশলে এই সত্যটা গোপন করে রাষ্ট্র চালাচ্ছে। তারা শ্রমজীবীদের সত্য জানতে দিচ্ছে না এবং মিথ্যা প্রচারের শক্তিতে সবকিছুকে আড়াল করে রাখছে।

ফলে এত দিন তারা যেভাবে দুনিয়াকে চালিয়েছিল একইভাবে এখন আর চালাতে পারবে না। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্পদশালী দেশ আমেরিকা দুর্যোগে তাদের জনগণকে রক্ষা করতে পারলো না। লক্ষ লক্ষ মানুষ মহামারিতে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রের চরিত্র, আর্থসামাজিক অবস্থার অসঙ্গতি জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। সেখানকার ফ্যাসিবাদী-স্বৈরাচারী ব্যবস্থা, বর্ণবাদী সংস্কৃতি ও তার নিপীড়ন দুর্যোগকালে আরও পরিষ্কার হয়ে সামনে এসেছে। সেখানকার প্রকাশ্য ও গোপন অসঙ্গতিগুলো যেমন বের হয়ে আসছে–এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের ইঙ্গিতও তাতে রয়েছে।

আমাদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে কত ভঙ্গুর, প্রশাসন ব্যবস্থা যে কত দুর্নীতিগ্রস্ত করোনা মহামারি দুর্দোগে সেটাও প্রকাশ পেয়েছে। সমস্যা সমাধানে এতদিন তারা জনগণকে যে শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে, কাজের কাজ যে কিছুই হচ্ছে না সেটাও পরিষ্কার হচ্ছে। বাজেটের মধ্যেও তার প্রকাশ পেয়েছে। বাজেট শুধুমাত্র আয়-ব্যয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন নয়; এর মধ্যদিয়ে যারা বাজেট প্রণয়ন করে তাদের শ্রেণি চরিত্র, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, শাসন-প্রশাসন পরিচালনার নীতিও প্রকাশ পায়। জনগণের টাকা কীভাবে খরচ হবে, সেটা সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক কী জনগণ নাকি আমলারা। একটা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানগত তথ্যের রদবদল করে বছর বছর বাজেট তৈরি করা হয়। আর সেটা বাস্তবায়ন হয় একটা অকার্যকর আমলাতন্ত্র, দুর্বৃত্তায়িত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে। জনসাধারণ বাজেট প্রণয়নের মধ্যেও নেই, চূড়ান্তকরণ প্রকৃয়ার মধ্যেও নেই এটা বাস্তবায়নেও নেই। এর মধ্য দিয়ে বিত্তশালীদের বিত্ত রক্ষা ও তাকে বাড়িয়ে তোলার কাজ চলতে থাকে। লুটেরারা ব্যাংকের টাকা নিয়ে দুর্যোগের সময়ও দেশ থেকে সরকারের সহায়তায় পালিয়ে যায় আর বাজেটের মধ্য দিয়ে সরকার জনগণের টাকা পুনর্ভরণ করে আবার ব্যাংকে মূলধন হিসেবে দেয়।

এর মধ্যে যে জনগোষ্ঠী দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হচ্ছে, যারা তাদের কর্মসংস্থান হারিয়ে ফেলেছে–তাদের রক্ষা ও সহায়তা করার বিষয়টা বাজেটে গৌন হয়ে যাচ্ছে। তাতে আগামী দিনে মেহনতি মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দশা বাড়বে। তারা আইনের শাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে আবার সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদে বলা আছে অনুপার্জিত আয় ভোগ করা যাবে না এটাকে লঙ্ঘন করে দুর্নীতিকে উৎসাহীত করে তারা কালো টাকাকে সাদা করার বাজেট তৈরি করেছে। যে কারণে গত ১০ বছরে দেশের ছয় লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে বিদেশে পাচার হতে পেরেছে, ব্যাংকগুলোকে ফাকা করে ফেলেছে। এটা ঋণ খেলাপি নয় ব্যাংক ডাকাতি। বাংলাদেশে দুইটি শ্রেণি আছে ধনী এবং গরিব এই দুই শ্রেণির স্বার্থ একই সাথে রক্ষিত হবে না।

আমরা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষের রাজনৈতিক দল। যে কোন দুর্যোগে, সংকটে আমরা মানুষের পাশে আছি। কৃষকের সমস্যায়, শ্রমিকের সমস্যায় আমরা তাদের পাশে আছি। পার্লামেন্টের এমপিসহ ৬৬ হাজার জনপ্রতিনিধি তারা কোথায়? সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী এমপিদের মানুষ দেখেনি কিন্তু বাসদের অসংখ্য নারী কর্মীদের মানুষ দেখেছে এই করোনা সংকটে। আমাদের যতটুকু শক্তি আছে সারা দেশে আমাদের কমরেডরা সে শক্তি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানুষ আমাদের সমর্থন করেছে, সহযোগিতা করেছে এবং আমাদের কাজের প্রশংসা করছে, আমরা আশাকরি আগামী দিনে এর পরিধি বিস্তৃত হবে।

তিনি আরও বলেন, কমরেড মিলু'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে স্মরণ করা মানে তিনি যে সর্বহারা শ্রেণির শোষণমুক্তির লড়াই-সংগ্রামে সারাজীবন নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া এবং প্রকৃত সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করা সংগ্রামে আমাদের নামতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা সর্বহারা শ্রেণির আদর্শকে ধারন করে সেই সংগ্রামে দলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের নিবেদন করবেন, শ্রমজীবী মানুষের পাশে থেকে তাদের সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে, দলের নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে এগিয়ে নিবেন সেই প্রত্যাশা রাখি।

উল্লেখ্য, ১৩ জুন দেশের বিভিন্ন সাংগঠনিক এলাকায় কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।